গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা অনুবিভাগ
মৎস্য পরিকল্পনা-৩ শাখা

স্মারক নং-৩৩.০০.০০০০.১৩৭.১৪.০১১.১৭ (অংশ-১)-৪৫

তারিখঃ ১৪ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২৮ জুন ২০২২ খ্রিঃ

বিষয়ঃ "বাংলাদেশ উপকূলে সীউইড চাষ এবং সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন গবেষণা" শীর্ষক প্রকল্পের ওপর পিএসসি (PSC) ৫ম সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসংগে।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বাংলাদেশ উপকূলে সীউইড চাষ এবং সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন গবেষণা" শীর্ষক প্রকল্পের ওপর গত ১৩/০৬/২০২২খ্রি: তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির ৫ম সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে (০২ পাতা)

২৮/৬/২২

(মোহাঃ মোজাম্মেল হক)
উপসচিব
ফোনঃ ২২৩৩৫৭৩৩৯

বিতরণ (জ্যৈষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

০১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সচিব, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই বাংলানগর, ঢাকা।
০৩। সদস্য (সচিব), কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলানগর, ঢাকা।
০৪। সদস্য (সচিব) কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলানগর, ঢাকা।
০৫। সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই বাংলানগর, ঢাকা।
০৬। অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য অনুবিভাগ), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৭। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮। যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি অনুবিভাগ), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-২), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
১২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ময়মনসিংহ।
১৩। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পরিকল্পনা), বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ময়মনসিংহ।
১৪। প্রকল্প পরিচালক, "বাংলাদেশ উপকূলে সীউইড চাষ এবং সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন গবেষণা (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প, সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, বিএফআরআই, কক্সবাজার।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যৈষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-২) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য পরিকল্পনা-৩ শাখা
www.mofl.gov.bd

বিষয়ঃ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বাংলাদেশ উপকূলে সীউইড চাষ এবং সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন গবেষণা" শীর্ষক প্রকল্পের ওপর অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির ৫ম সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বাংলাদেশ উপকূলে সীউইড চাষ এবং সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন গবেষণা" শীর্ষক প্রকল্পের ওপর অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির ৫ম সভা গত ১৩/০৬/২০২২ খ্রি: তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে সন্নিবেশ করা হলো।

২.০ উপস্থাপনাঃ

২.১ সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-২) সভাকে জানান যে, বিএফআরআই কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বাংলাদেশ উপকূলে সীউইড চাষ এবং সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন গবেষণা" শীর্ষক প্রকল্পের ওপর অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আলোচ্য প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬৮৬.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হবে।
২.২ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে-বাংলাদেশ উপকূলে অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন সীউইড প্রজাতির জরিপ ও সনাক্তকরণ, উপকূলে উপযুক্ত চাষ এলাকা নির্বাচন ও সীউইড প্রজাতির টেকসই চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং সমুদ্র উপকূলে প্রাপ্য ও উৎপাদিত সীউইডের বাণিজ্যিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকা হল- কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার, মহেশখালী, উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলা, পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া ও কুয়াকাটা উপজেলা। ২০২১-২২ অর্থ বছরের আরএডিপি-তে প্রকল্পের অনুকূলে ৪২৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে, মে/২০২২ পর্যন্ত ব্যয় ব্যয় হয়েছে ২৪২.০৭ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৫৭%। প্রকল্পের শুরু থেকে মে/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১১৩৩.৪৯ লক্ষ টাকা, যা অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়ের ৬৭.২২%।

৩.০ আলোচনাঃ

৩.১ অতঃপর প্রকল্প পরিচালক পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম, অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। সভাপতি প্রথমে প্রকল্পের উদ্দেশ্যভিত্তিক কার্যক্রম ও তার অগ্রগতি জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম হলো- উপকূলে প্রাপ্য সীউইড প্রজাতির জরীপ পরিচালনা, সীউইড চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন, সীউইডের মান, রাসায়নিক ও ঔষধি গুণাবলী নির্ণয় এবং সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন ও ব্যবহার। জরীপ পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশ উপকূলে মোট ১৪৩ টি প্রজাতির সীউইড পাওয়া যায়। বাণিজ্যিক গুরুত্ব সম্পন্ন এবং খাদ্য হিসেবে উপযোগী বলে বিবেচিত হয় ২৩ টি প্রজাতি। এর মধ্যে ৬টি প্রজাতির চাষ করা হয়েছে। চাষ উদ্ভাবনে তিন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়, এর মধ্যে ট্রায়াঙ্গেল ভাসমান প্রযুক্তি অধিকতর ব্যবহার উপযোগী বলে প্রতীয়মান হয়েছে। সভাপতি সীউইডের উৎপাদন সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান, ৯০ দিনের গড় উৎপাদন ৩২ কেজি/মিটার, যা প্রতি ১৫ দিন অন্তর আংশিক আহরণ করা যায়।

৩.২ প্রকল্প পরিচালক সভাকে বলেন, আলোচ্য প্রকল্পের একটি অন্যতম কার্যক্রম হচ্ছে- বিএফআরআই এর আওতাধীন পটুয়াখালীর খেপুপাড়াস্থ নদী উপকেন্দ্রে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গবেষণাগারে স্থাপিত আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারে প্রশিক্ষণের জন্য ০৬ জনমাস করে বৈদেশিক কনসালটেন্ট এবং বৈদেশিক টেকনিশিয়ান নিয়োগ। EOI আহ্বান করে ও সীউইড নিয়ে গবেষণা হয় এমন দেশসমূহের সাথে ব্যক্তি পর্যায়ে যোগাযোগ করেও বিশ্বব্যাপি কোভিড-১৯ এর আইসোলেশন জটিলতার কারণে আগ্রহী কাউকে পাওয়া যায়নি। এমতাবস্থায়, গত ২৫/০১/২০২২ তারিখে ৩য় বারের মতো EOI আহ্বান

করা হলেও কোন কনসালটেন্ট ও টেকনিশিয়ান পাওয়া যায়নি। সভাপতি বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে গৃহীত পদক্ষেপ জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান, যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণের আওতায় প্রশিক্ষিত বিজ্ঞানী ও টেকনিশিয়ান দ্বারা গবেষণাগারের কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। উক্ত প্রেক্ষিতে সভাপতি বিএফআরআই এর বিজ্ঞানী ও টেকনিশিয়ানদের পর্যায়ক্রমে সংযুক্ত হিসেবে পদায়ন করে সকলকে প্রশিক্ষিত করার জন্য মহাপরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান যে, অর্থ বিভাগের ১২/০৫/২০২২ তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সরকারি কর্মকর্তাদের সকল ধরনের বৈদেশিক ভ্রমণ বন্ধ থাকায় বৈদেশিক সফর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নি। এই দুই খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা সম্ভব নয় বিধায় অন্য প্রকল্পে উপযোজন করা হয়েছে।

৩.৩ প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান, প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী বিএফআরআই এর আওতাধীন পটুয়াখালীর খেপুপাড়াস্থ নদী উপকেন্দ্রের সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৩ তলা অফিস কাম গবেষণাগার ভবনের জন্য বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা হয়। ডিজিটাল সার্ভে ও প্রাক্কলন অনুযায়ী উপকেন্দ্রটির বাউন্ডারী ওয়ালের মোট পরিমাণ ৯৬৫ রানিং মিটার। উপকেন্দ্রটির ১৭২.৫ রানিং মিটার অংশে সম্প্রতি স্থানীয় পৌরসভা কর্তৃক নির্মিত রাস্তার (আরসিসি) অধিকাংশ স্থানে ফাটল পরিলক্ষিত হওয়ায় এবং রাস্তার স্থায়ী সেটেলমেন্ট এর কারণে রাস্তার সম্পূর্ণ চাপে পূর্বে নির্মিত বাউন্ডারি ওয়ালের গ্রেড বিম ও কলাম ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এমতাবস্থায়, প্রাক্কলন অনুযায়ী উল্লিখিত নির্মাণ কাজ করা সম্ভব নয় এবং জোয়ার-ভাটার কারণে উক্ত পুকুর চাহিদা মাফিক শুকানো সম্ভব নয়। এ বিষয়ে সভাপতি উক্ত পূর্ত কাজ না করে স্থানীয় পৌরসভাকে লিখিতভাবে জানিয়ে সমস্যা সমাধানের ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের নির্দেশনা প্রদান করেন। এ বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।

৩.৪ স্টিয়ারিং কমিটির পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে সভায় জানানো হয় যে, সীউইডজাত খাদ্য ও পণ্যের বাণিজ্যিক ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রচারণার অংশ হিসেবে কক্সবাজারে ১২/০৩/২০২২ তারিখে ও কুয়াকাটায় ০৩/০৬/২০২২ তারিখে মোট ২টি সীউইড মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

৪.০ সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

৪.১ পটুয়াখালীর খেপুপাড়াস্থ নদী উপকেন্দ্রে নবনির্মিত গবেষণাগারে বিএফআরআই এর বিজ্ঞানী ও টেকনিশিয়ানদের পর্যায়ক্রমে সংযুক্ত হিসেবে পদায়ন করে গবেষণাগারে স্থাপিত আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারে সকলকে প্রশিক্ষিত করতে হবে।

৪.২ পটুয়াখালীর খেপুপাড়াস্থ নদী উপকেন্দ্রের পৌরসভার রাস্তা সন্নিহিত অংশ বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ স্থগিত রেখে স্থানীয় পৌরসভার সাথে যোগাযোগ করে সমস্যা সমাধানের ও প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে;

৪.৩ প্রকল্পের অন্যান্য কাজ সমাপ্ত করে প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত সরঞ্জামাদি যথাসময়ে হস্তান্তর করতে হবে;

৪.৪ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে প্রেরণ করতে হবে;

৫.০ সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী)
সচিব